ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স এর দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি. চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
স্থান	ঃ	খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ	ঃ	২৭ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।
সময়	ঃ	বিকাল ২:৩০ ঘটিকা।
উপস্থিতি/অনুপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় বিগত ৫ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। সভায় উপস্থিত জনাব সন্তোষিত চাকমা, সদস্য, টাস্কফোর্স প্রথম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর- ৪(১) এর বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, টাস্কফোর্সে আর কোন সদস্য কো-অপ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব উল্লেখ করেন যে, টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীতব্য এবং ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত অনেক সিদ্ধান্তের সহিত টেকনিক্যাল/প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ সম্পৃক্ত। কো-অপ্টের সুযোগ রাখা হলে টাস্কফোর্সের কর্মকান্ড পরিচালনায় সুবিধা হবে। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স সভাকে জানান, নতুন কাউকে টাস্কফোর্সের সদস্য করা হবে না। তবে টাস্কফোর্সের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা ও সহযোগিতা নেয়া হবে। আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীর অবশিষ্ট অংশ সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব এবং কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক প্রথম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি Power Point এর মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান প্রথম সভার সিদ্ধান্ত নং- ৪(২) এবং ৪(৩) অনুযায়ী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর বিগত ১০.১১.২০০৯ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় ২৪.০১.২০১০ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত জনাব নাসরিন আরা সুরত আমিন, উপসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে, পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

৩। প্রথম সভার সিদ্ধান্ত নম্বর- ৪(৪) অনুযায়ী প্রতিমাসে পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স সভাকে জানান যে, খুব শীঘ্রই 'শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি' এর সভা অনুষ্ঠিত হবে। টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা প্রথমোক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত হবে।

৪। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ সভাকে অবহিত করেন, প্রথম সভার সিদ্ধান্ত নম্বর-৪(৫) অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা হতে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত Soft Copy তৈরির কাজ চলছে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি Soft Copy তৈরি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং যথাশীঘ্র সকলের নিকট CD সরবরাহ করা হবে মর্মে আশ্বস্ত করেন।

৫। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ২য় সভার অলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপঃ

- বাদ পড়া অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ;
- প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য উপ-কমিটি গঠন;
- ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ;
- শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় পর্যালোচনা;
- বিবিধ।

৬। অতঃপর সকলের সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ বিশ দফা প্যাকেজ চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি দফাওয়ারী Power Point এর মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্ণিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার অধিকাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। দফা নং- ৮ অনুযায়ী ৭২১ জন ঋণ গ্রহীতার নাম খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক গত ০৭.০৪.২০০২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট তালিকার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন বরাবর হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি এ সংক্রান্ত পত্র এখনও পাননি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স সভাকে আরো জানান, দফা নং- ৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে ঋণ মওকুফের ০২(দুই)টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে পুনরায় পত্র প্রেরণের অনুরোধ করেন। তিনি দফা নং- ১১(ক) এর বিষয়ে বলেন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি এখন হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রতিনিধি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন দফা নং- ১৯ সম্পর্কে টাস্কফোর্সকে অবহিত করেন, এ পর্যন্ত কম-বেশী ২৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে নেয়া হয়েছে। তাঁকে সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়।

৭। বাদ পড়া অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব লক্ষী প্রসাদ চাকমা, প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি অ-উপজাতীয় পরিবারকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভূক্ত না করার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি অ-উপজাতীয়দের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের অন্তর্ভূক্তি যথাযথ হয়েছে মর্মে অভিমত প্রদান করেন। প্রতিনিধি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন বলেন, যিনি বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছেন তিনিই উদ্বাস্তু। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় সকলকে অন্তর্ভূক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ বলেন, টাস্কফোর্সের কার্যপরিধির বাহিরে আমাদের করণীয় কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স জানান শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার যা করণীয় তা অবশ্যই করবে। কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা সরকারকে অবহিত করা হবে। তবে টাস্কফোর্সের কর্মপরিধির বাহিরে আমাদের করণীয় কিছু নেই।

৮। প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য উপ-কমিটি গঠন সম্পর্কে সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ বলেন, আমরা শরণার্থীদের বাস্তব চিত্রটা জানিনা। শুধু কাগজ দেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তাই সরেজমিনে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন, বাস্তব এবং কাগজে কলমে কী পার্থক্য সেটা যাচাই করে দেখা দরকার। তবে চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বর্ণিত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, যেহেতু "অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু" এর সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেহেতু এখন উপ-কমিটি গঠন করলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স বলেন, কোন বিতর্কিত সিদ্ধান্ত টাস্কফোর্স গ্রহণ করবে না।

৯। শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনায় সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ সভাকে অবহিত করেন, ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধায় প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় বিবরণী বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ খাতে সম্প্রতি কোন বরাদ্দ আসেনি। এ পর্যায়ে প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে, টাস্কফোর্স অফিস পরিচালনার জন্য সম্প্রতি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ বরাদ্দের সহিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কোন সম্পর্ক নেই। বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও টাস্কফোর্স অফিসের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। তবে নতুন কোন বরাদ্দ হলে তার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়ার জন্য সভার পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স বলেন, শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও এর ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ দফা প্যাকেজ সুবিধায় প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় বিবরণী বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সঠিক অংক উল্লেখ করা হয়নি। ফলে চাহিদা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় পূর্ণাংগ প্রতিবেদন দাখিল করা যাচ্ছে না। কাজেই, এ খাতে অর্থ বরাদ্দ ও এর ব্যয় সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদি টাস্কফোর্স অফিসে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

১০। সভায় টাস্কফোর্সের ননঅফিসিয়াল সদস্যদের জন্য সম্মানী এবং যাতায়াত ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। উপস্থিত সদস্যগণ প্রস্তাব সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স অভিমত ব্যক্ত করেন।

১১। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(ক)	সুষ্ঠুভাবে টাস্কফোর্সের কাজ পরিচালনার নিমিত্তে টাস্কফোর্সের কার্যালয়ের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করতে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(খ)	ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা Sutonny MJ Font এ Rewriteable CD তে জেলা প্রশাসকত্রয় চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্সের নিকট দাখিল করবেন।	

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(গ)	২০ দফা প্যাকেজ এর ধারা-৮ (অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী- ৭২১ জন) বাস্তবায়নের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
(ঘ)	২০ দফা প্যাকেজ এর ধারা-৯ (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী- ২ জন) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় পুনরায় পত্র দিতে হবে।	জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
(ঙ)	এ পর্যন্ত যে কয়টি অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য জেলাসমূহ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে তার তথ্য বিবরণী লিখিতভাবে জেলা ভিত্তিক অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়।	জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম
(চ)	অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু এর সংজ্ঞা কি হবে সে বিষয়ে নির্দেশনার জন্য বিষয়টি আগামী শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। নির্দেশনা পাওয়ার পর টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা আহ্বান করা হবে এবং সে সভার এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হবে।	চেয়ারম্যান টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি
(ছ)	শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও এর ব্যয় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য টাস্কফোর্স অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(জ)	টাস্কফোর্সের ননঅফিসিয়াল সদস্যদের সম্মানী এবং যাতায়াত ভাতা প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পরিশেষে, সভাপতি ও চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স উপস্থিত সকলকে 'শান্তি চুক্তি' বাস্তবায়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, ইতোমধ্যে টাস্কফোর্সের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। নব উদ্যোমে টাস্কফোর্স তার কার্যক্রম শুরু করেছে। এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল সদস্যকে এবং আমন্ত্রিতদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি টাস্কফোর্স সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এম,পি,)
ও
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত
টাস্কফোর্স

ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯ (অ), ০৩৭১-৬২৪২৪ (বা)
E-mail: taskforce_cht97@yahoo.com
jtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর ঃ ০০.২৬২.০২৯.৩১.০১২.০০২.২০১০-১০৭(২২) তারিখ ঃ ০৫ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।

৫-৭। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৮-১০। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

১১-১৯।জনাব ....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স।

২০। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২১। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২২। অফিস কপি।

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য-সচিব
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত
টাস্কফোর্স

ফোনঃ ০৩১-৬১৫২৪৭ ফ্যাক্সঃ ০৩১-৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@moestab.gov.bd

পরিশিষ্ট-ক

ক) সভার উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১। জনাব নাসরিন আরা সুরত আমিন, উপ-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জনাব রুইথি কার্বারী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

৩। জনাব নিখিল কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

৪। জনাব লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা, সদস্য টাস্কফোর্স।

৫। জনাব সন্তোষিত চাকমা, সদস্য টাস্কফোর্স।

৬। জনাব এস এম শফি, সদস্য টাস্কফোর্স।

৭। জনাব শ্যামাপদ দে, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

৮। মেজর মোঃ লোকমান আলী, জি এস ও-২ (ইন্ট), খাগড়াছড়ি রিজিয়ন ও প্রতিনিধি জি ও সি ২৪ পদাতিক ডিভিশন।

খ) সভায় অনুপস্থিত সদস্য ঃ

১। চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

গ) বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

১। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২। জনাব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৩। জনাব মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।